

অগ্নি নিরাপত্তা



বাড়ি বানানোর সময় ছোটখাট অনেক বিষয় আমরা এড়িয়ে যাই, অথচ তুচ্ছ এই জিনিসগুলো থেকেও ঘটতে পারে দুর্ঘটনা এসব অনাকাঙ্খিত বিপদ থেকে বাচতে দরকার সচেতনতা ও সাবধানতা।

অগ্নিকাণ্ডের প্রধান কারণ

- ▶ চুলার আগুন, মোমবাতি, মশার কয়েল
- ▶ বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট বা বজ্রপাত
- ▶ ছেলেমেয়েদের আগুন নিয়ে খেলা, আতশবাজি
- ▶ কনস্ট্রাকশন কাজে ওয়েল্ডিং থেকেও আগুন ধরতে পারে

অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধে যা করতে হবে

- ▶ অসাবধানেই আগুন ধরে, কাজেই সচেতন হতে হবে
- ▶ রান্নার পর চুলার আগুন নিভিয়ে ফেলতে হবে
- ▶ ছেলেমেয়েদের আগুন নিয়ে খেলতে দেয়া যাবে না
- ▶ ভালো মানের ইলেকট্রিক ফিটিংস ব্যবহার করতে হবে
- ▶ হাতের কাছে দু-এক বালতি বালি বা পানি রাখতে হবে
- ▶ বড় ভবন হলে আলাদা ফায়ার এক্সিট থাকবে
- ▶ নিজ নিজ এলাকাতে অগ্নিনির্বাপনী মহড়া দেয়া

স্থায়ী অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থাঃ

বাসা ও অফিসে অগ্নিকান্ড এড়াতে কিছু স্থায়ী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। যেমনঃ

- ▶ ডিটেকশন সিস্টেমঃ তাপ বা ধোয়ার উপস্থিতি টের পেয়ে এই সিস্টেম নিজ থেকেই সাইরেন বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেবে।
- ▶ এলার্ম সিস্টেমঃ এই পদ্ধতিতে ভবনে মাইক বা এলার্ম লাগিয়ে রাখা হয়, নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ঘোষণা দিয়ে সবাইকে নামিয়ে আনা যায়।
- ▶ ফায়ার প্রুফ গ্লাসঃ গ্লাসেও আগুন দ্রুত ছড়ায়, এবং ভেঙ্গে পড়লে জানমালের প্রচুর ক্ষতি হয়। এজন্য ফায়ারপ্রুফ গ্লাস ব্যবহার করুন।

বহুতল ভবনে অগ্নি প্রতিরোধে যা করতে হবে

- ▶ ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি সহজে প্রবেশের জন্য কমপক্ষে ৩০ ফুট প্রশস্ত রাস্তা রাখতে হবে
- ▶ প্রতি রান্নাঘরের সামনে অন্তত একটি ফায়ার এক্সটিংগুইসার মেশিন রাখতে হবে, গৃহিনীদের সেটার ব্যবহার জানতে হবে
- ▶ বেইজমেন্ট ওয়াটার রিজার্ভারে কমপক্ষে ৫০ হাজার গ্যালন পানি মজুদ থাকতে হবে, রিজার্ভার পানি শূন্য হওয়ার আগেই ভরে রাখতে হবে।
- ▶ দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের কাছ থেকে বছরে অন্তত দুবার বৈদ্যুতিক মেইন লাইনে কোনও ত্রুটি আছে কি না পরীক্ষা করে নিতে হবে
- ▶ বজ্রপাত থেকে রক্ষা পেতে ছাদে লাইটনিং কনডাক্টর বসাতে হবে
- ▶ অবশ্যই ভবনের আলাদা ফায়ার এক্সিট থাকবে